

সালাতের সময় নির্ধারণ করার জন্য; জিবরাইল আ. এর ইমামত সংক্রান্ত হাদিস

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন,

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ .

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْقَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْقَتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ التَفَتَ إِلَى جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ . وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ "

জিবরাইল (আঃ) কা'বা শরীফের চত্বরে দু'বার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথমবার যোহরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর 'এশার সালাত আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফযরের সালাত আদায় করালেন যখন ভোর বিদ্যুৎ'র মত আলোকিত হল এবং যে সময় রোযাদারের ওপর পানাহার হারাম হয়।

তিনি (জিবরাইল) দ্বিতীয় দিন যোহরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হল এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের সালাত আদায় করেছিলেন।

অতঃপর আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন পূর্বের দিনের সময়ে। অতঃপর ‘এশার সালাত আদায় করালেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফযরের সালাত আদায় করালেন যখন যমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (সালাতের) ওয়াক্ত। সালাতের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে।” তিরমীযী 149

ফজর সালাতের সময়

ওয়াত্তের শুরু- সুবহে সাদিকের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময়।

ওয়াত্তের শেষ- সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

ফজরের এই সময়টুকু দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শরিয়তের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে ‘গালাস’ আর দ্বিতীয় ভাগকে ‘ইসফার’ বলে। রাসূল সা. অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় অংশ তথা ইসফারে ফজরের সালাত আদায় করতেন। ফিকাহবিদগণ বলেন; প্রথম ভাগ তথা ‘গালাস’ এর সময় মহিলাদের আর দ্বিতীয় ভাগ তথা ‘ইসফার’ এর সময় পুরুষদের ফজর সালাত আদায় করা উত্তম। দুররুল মুখতার ০১/২৬৩, আল- বাহরুর রায়েক ০১/২৪৪

যোহরের সালাতের সময়

ওয়াত্তের শুরু- ঠিক দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর যোহরের সালাতের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক জিনিসের ছায়ায়ে আছিলি তথা মূল ছায়া ব্যতিত (অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকে ছায়া আছলী বলা হয়। (এই সময় নির্ধারণ করার একটি সহজ পদ্ধতি হলো মাটিতে কোনো লাঠি পুঁতে রেখে তার ছায়ার দিকে লক্ষ্য করা। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিগুণ হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের সময় থাকবে।)

ওয়াত্তের শেষ- যোহরের ওয়াত্তের সমাপ্তি এবং আসরের শুরুর সময় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। মালিকি, শাফিঈ ও হাম্বলি মাযহাবের মূলধারার মত হলো মধ্যাহ্নে কোনো বস্তুর যে ছায়া থাকে সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুর ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয় তখন যোহরের ওয়াত্ত শেষ হয় এবং আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা রাহি. প্রধানত দুই ছাত্র আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ আশ-শায়বানিও [সাহেবাইন] সহ কিছু হানাফী ফক্বিহ এই একই মত পোষণ করেন। এটি ইমাম আবু হানিফা রাহি. দুটি মতের; একটি মতও।

অন্যদিকে, ইমাম আবু হানিফা রাহি. মতে মধ্যাহ্নে কোনো বস্তুর যে ছায়া থাকে [ছায়ায়ে আছলী; হলো ঠিক মধ্যাহ্নকালে কোন বস্তুর যে ছায়া হয়, তাই।] সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুটির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে এবং এরপর আসরের সালাতের সময় শুরু হয়। এই বিষয়ে হানাফি মাযহাবের মূলধারার মত এটিই।

ক. হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বলেন,

أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلَّى الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْنِكَ.

“আমি তোমাদের জানাচ্ছি যে, যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হয়, তখন যোহরের সালাত পড়, আর যখন তা দ্বিগুণ হয়, তখন আসরের সালাত পড়।” মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং-১২৯, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-২০৪১

খ. আবু হানীফা [রাহি.] এর দলীল হলো, আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

“যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবো কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।” সহীহ বুখারী ৫৩৩

আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়ায়) এ সময়টাতেই গরম প্রচণ্ডতম হয়। সুতরাং উভয় হাদীস যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো তখন সন্দেহবশত সময় শেষ হবে না।

বি.দ্র- ফক্বীহগণ বলেন,

ينبغي أن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين، ولا يؤخر الظهر إلى أن يبلغ المثل ليخرج من الخلاف فيها،

“উত্তম ও সতর্কতা এটাই যে, বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার আগেই যোহরের সালাত শেষ করা এবং ২ মিছিল হওয়ার পর আছরের সালাত পড়া শুরু করা। যাতে ইমামদের ইখতিলাফ থেকে বাঁচা যায়।” - رد المحتار، 1/359، البحر الرائق،

173، 426-1/425

তবে যদি কেউ পড়ে নেয়, তাহলে মতভেদ থাকার কারণে সালাতকে বাতিল বলা যাবে না। বরং সহীহ হয়ে গেছে বলেই ধর্তব্য হবে।

আসরের সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- যোহরের সালাতের সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের মূল ছায়া বাদ দিয়ে যখন ছায়া দ্বিগুণ হয়, তখনই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়।

ওয়াক্তের শেষ- অতপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহে তাহরীমী

ইবনে আবদুর রহমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَفَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

“এটা মুনাফিকদের সালাত! এটা মুনাফিকদের সালাত!! এটা মুনাফিকদের সালাত!!! এদের কেউ বসে থাকে আর যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের দু শিংয়ের মধ্যখানে বা উপরে অবস্থান করে তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকার মারে। তাতে সে খুব সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।” সহীহ মুসলিম/আবু দাউদ 413

মাগরিবের সালাতের সময়

ওয়াত্তের শুরু- সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু।

ওয়াত্তের শেষ- পশ্চিমাকাশে লাল রং [লালিমা] দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত সময় বাকি থাকে।

মাগরিবের সালাত বিলম্ব করা মাকরুহ

মাগরিবের সালাতের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে নেওয়া উত্তম। সাধারণভাবে দুই রাকাত সালাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে, বিনা ওজরে এর থেকে বেশি সময় ব্যয় করা মাকরুহ। ইমদাদুল ফতোয়া ০১/১৫১, ফাতোয়ায়ে শামি ০১/৩৬৯

এশার সালাতের সময়

ওয়াত্তের শুরু- মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হওয়ার পরই এশার সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াত্তের শেষ- সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় বাকি থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ দেরি করে এশার সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। আর বিনা ওযরে অর্ধ রাতের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরুহ। ফতোয়ায়ে দারুল উলুম ০২/৫২, আহসানুল ফতোয়া ০২/১৩০, আল বাহরুর রায়েক ০১/২৪৬

যদি আমাদের সামনে হাদিসে বর্ণিত সময়গুলো থাকে, তাহলে কখনো সময় নির্ধারক যন্ত্র না থাকলেও সঠিক সময়ের সালাত আদায় করতে পারবো।

বিতরের সময়

ওয়াত্তের শুরু- বিতরের প্রথম সময় হলো এশার পরে

ওয়াত্তের শেষ- শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়।

খারিজাহ ইবনে হযাফা আল-আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে এসে বললেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوَتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ
الْفَجْرِ

“মহা মহীয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত সালাত দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতর। তোমাদের জন্য এ সালাত আদায়ের সময় হচ্ছে ‘এশা সালাতের পর হতে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। আবু দাউদ- ১৪১৮

মুস্তাহাব সময়; শেষ রাতে বিতিরকে প্রলম্বিত করা

মাসরুক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, রাসুলুল্লাহ (সা.) বিতির কোন সময়ে আদায় করতেন? তিনি বলেন,

كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنْ انْتَهَى وَتَرَهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ .

“রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে-এগুলোর প্রত্যেক সময়েই বিতির আদায় করেছেন। তবে তিনি ইত্তিকালের পূর্বে বিতির সালাত সাহরীর শেষ সময়ে আদায় করেছেন।” সহীহ বুখারী ও মুসলিম/আবু দাউদ 1435

তাহাজ্জুদের সালাতের ওয়াক্ত

ওয়াক্তের শুরু- তাহাজ্জুদের সময়সীমা এশার সালাতের পর থেকে

ওয়াক্তের শেষ- ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত।

সুতরাং কাহারো যদি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার দরুন এশার সালাতের পড়েই তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে নেয়, তবে সেও সওয়াব পাবে, ইনশাআল্লাহ।

তাহাজ্জুদের প্রধান সময়

রাতের শেষ প্রহর। শেষ প্রহর বলতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে ফজর সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্তকে বোঝানো হয়েছে।

জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

“যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে, সে যেন শুরু রাতেই বিতির পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে (ইবাদত) করার লালসা রাখে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিতির সমাধান করে। কারণ, রাতের শেষ ভাগের সালাতে ফেরেশতারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমলা।” সহীহ মুসলিম ৭৫৫

সালাতের মুস্তাহাব সময়

□ ফজরের সালাত ফর্সা করে পড়া মুস্তাহাব

রাফি' ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لَأُجُورِكُمْ". أَوْ "أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ".

“ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফজর সালাত আদায় করবো। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যাধিক সওয়াব বা অতি উত্তম বিনিময় রয়েছে।” আবু দাউদ 424

□ গ্রীষ্মকালে যোহরকে শীতল করে পড়া মুস্তাহাব

আবু হুরায়রা (রাঃ) ও 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

“যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবো। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।” সহীহ বুখারী 533

□ আসরকে দেরী করে পড়া মুস্তাহাব

আলী ইবনে শায়বান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيَظَاءَ نَقِيَّةً .

“একদা আমরা মদীনা হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত আসরের সালাত বিলম্ব করে আদায় করলেন।” আবু দাউদ ৪০৮

□ মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি আসরের সালাত পড়া মুস্তাহাব

বুরায়দাহ আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি সা. বলেন,

بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

“তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াতে) সালাত আদায় করবে। কারণ যার আসরের সালাত ছুটে যায় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।” ইবনে মাজাহ ৬৯৪

□ মাগরিবের সালাতের মুস্তাহাব সময়

মারসাদ ইবনে ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

“আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সালাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না।” আবু দাউদ 418

□ এশার সালাতের মুস্তাহাব সময়

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন,

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

“যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম; তাহলে তাদেরকে এশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম।” তিরমিযী 167